তারিখ ... 9 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৯ ...

সংবাদ

জলঢাকায় অনিয়ম দুর্নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বেহাল

প্রতিনিধি, জলঢাকা (নীলফামারী)

নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলায় শিক্ষা অফিসের দুর্নীতি ও নজরদারির অভাব, প্রধান শিক্ষকের স্বল্পতা এবং দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা কমিটি না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিশেষ করে সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা একেবারে নাজুক। কোন নিয়ম নীতি মানছেন না প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষকরা। ওইসব বিদ্যালয়ে পড়ুয়া কোলমমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকসহ এলাকার জনগণ। সরেজমিনে উপজেলার দ্বিতীয় পর্যায়ে সদ্য জাতীয়করণকৃত ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পূর্ব কাঁঠালি সরকারপাড়া সপ্রাবি, দক্ষিণ দেশীবাই বঙ্গবন্ধু সপ্রাবি, পুরান তিস্তা সপ্রাবি, গাবরোল পূর্বপাড়া সপ্রাবি, নিউ মডেল সপ্রাবি, গোলমুন্ডা বনগ্রাম তেলীপাড়া সপ্রাবি, চর হলদীবাড়ী সপ্রাবি, শৌলমারী সপ্রাবি, চর পূর্ব শৌলমারী সপ্রাবি, চর গোপালঝাড় পূর্বপাড়া সপ্রাবি, পশ্চিম গোলমুন্ডা ঘাটেরপাড় আদর্শগ্রাম সপ্রাবি, জলঢাকা পৌরসভা কলেজিয়েট সপ্রাবিসহ প্রায় সব বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, কিছু বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় অনেক ছাত্রছাত্রীর নাম থাকলেও উপস্থিত থাকেন মাত্র ৫ থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী। অনেক বিদ্যালয়ে নেই বসার চেয়ার-বেঞ্চসহ আসবাবপত্র। এমনকি কিছু বিদ্যালয়ে যাতায়াতের রাস্তাও নেই। আর এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষকরা চলেন নিজ ইচ্ছেমতো। কেউ বা বিদ্যালয়ে আসেন বেলা ১১টায় আবার কেউ বা চলে যান দুপুর ১২টায়, আবার কেউ কেউ ছুটি ছাড়া বিদ্যালয়ে আসেন না দীর্ঘদিন। আর এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পাড়ছেন না উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা অফিসারগণ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক সহকারী শিক্ষক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অত্র উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এসএমসি কমিটি না থাকায় ও সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা অফিসারগণ এডহক কমিটির সভাপতি হওয়ায় সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। প্রতি বছর বিদ্যালয়গুলো সংস্কার, শ্লিপ, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ বরাদ্দ পেলেও এডহক কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকগন জোগসাজোশের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের করছেন। এমনকি শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় সন্তান না থাকার পরেও মিথ্যা তথ্য দিয়ে শিক্ষা ভাতা উত্তোলনের অনেক ঘটনাও ঘটেছে এ উপজেলায়। এছাড়া উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সহ ২৪৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ১২৪টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দুর্নীতির বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. শাহাজাহান বলেন, অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় একটু সমস্যা হচ্ছে তবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসএমসি কমিটি শীঘ্রই গঠন করা হবে।'

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ....
তারিখ ....

পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ	
পরিচালক, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর